শাপলা ডাটার উপকারিতা

নতুন প্রজন্মের কাছে শাপলার ডাটার উপকারিতা এবং তার ব্যবহারের পদ্ধতি জানা অত্যন্ত জরুরি।শাপলার ডাটা, বাংলাদেশের রান্নার অন্যতম বৈচিত্র্যময় উপাদান। এটি একটি পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু খাদ্য উপাদান যা শাপলা ফুলের পাতা এবং কন্দ থেকে তৈরি হয়, যা সাধারণত স্যুপ, চচ্চড়ি বা সালাদে ব্যবহৃত হয়।

শাপলার ডাটার পুষ্টিগুণ বেশ চমকপ্রদ। এতে রয়েছে ভিটামিন এ, সি ও ই যা ত্বক ও চোখের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এতে আরো রয়েছে খনিজ পদার্থ যেমন ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ম্যাগনেসিয়াম। ক্যালসিয়াম হাড়ের ঘনত্ব বাড়ায় এবং ভাঙা হাড়ের সেরে ওঠা দ্রুত করে। আয়রন রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়িয়ে রক্তস্বল্পতার সমস্যা দূর করে, আর ম্যাগনেসিয়াম শরীরের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন মাংসপেশি সংকোচন ও স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রমে সহায়তা করে।

এছাড়া শাপলার ডাটা ফাইবারে সমৃদ্ধ, যা পাচনতন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়ক। এটি স্বাভাবিক রক্তচাপ বজায় রাখতে সাহায্য করে এবং হজম ক্ষমতা উন্নত করে। বিভিন্ন ধরনের চর্বি ও প্রোটিনের সাথে মিলিয়ে রান্না করলে এটি একটি পুষ্টিকর খাবারে পরিণত হয়।

অতএব, শাপলার ডাটা খাওয়ার মাধ্যমে আপনি শুধু সুস্বাদু খাবারই উপভোগ করবেন না, বরং আপনার শরীরকে স্বাস্থ্যকর রাখতেও সাহায্য করবেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

গাংনীতে নার্সদের প্রতিবাদ সমাবেশ

নার্সদের সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তরে ও বিএনএমসির দপ্তরের যোগ্যতার

ভিত্তিতে পদায়ন ও নার্সদের নিয়ে সাবেক মহাপরিচালক মাকসুরা নুর কর্তৃক কটুক্তির প্রতিবাদে গাংনীতে নার্সদের প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টার সময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চত্তরে এই কর্মসূচি পালিত হয়। কর্মসূচিত সকাল ৯ টা থেকে শুরু হয়ে বেলা ১২ টা পর্যন্ত চালান। এসময় হাসপাতালের সেবা কর্যক্রম বন্ধ রাখা হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, সিনিয়র ষ্টাফ নার্স নুরুন্নাহার খাতুন, নার্সিং সুপারভাইজার মোছাঃ আমেনা খাতুন, মোছাঃ রোকেয়া খানম, সিনিয়র স্টাফ নার্স মোছাঃ রাফিজা খাতুন, শাহিনা খাতুন, সাহারা খাতুন, মিডওয়াইফ বেলিয়ারা,সুমি খাতুন।

এসময় গাংনী সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছাত্রীরা অংশ নেন।

উল্লেখ্য, সদ্য পদত্যাগির নার্সিং মহাপরিচালক মাকসুরা নুর নার্সদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আপনারা ছোট চাকরি করেন। শেখ হাসিনা সেকেন্ড ক্লাস দিয়ে ভুল করেছেন। বদলির আবেদনে এইরূপ কটুক্তিতে আন্দোলনের শুরু হয়।

এক পর্যায়ে আন্দোলনের মুখে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এখন সমস্ত দপ্তরে যোগ্য নার্সদের পদায়ন চান তারা।

গাংনীতে নার্সদের পতাকা মিছিল ও মানববন্ধন

মেহেরপুর গাংনীতে শিক্ষিত নার্স চাই দাবীতে মানববন্ধন ও পতাকা মিছিল করেছে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্টাফ নার্স ও মিডওয়াইফারি নার্সগণ।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় সময় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে মানববন্ধন ও পতাকা মিছিল করেন তারা।

মানববন্ধনে নেতৃত্বদেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নার্সিং সুপারভাইজার মোছাম্মত আমেনা খাতুন। এসয় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র স্টাফ নার্স সাইদা মরিয়ম, রাফিজা খাতুন, শাহিনা খাতুন, সুমিয়ারা।

বক্তরা বলেন,বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মাকসুদা নুর নার্সদের নিয়ে কুটুক্তি করেন। ওই কর্মকর্তার বিচারের দাবীতে প্রতিবাদ ও মানববন্ধন ও পতাকা মিছিল আয়োজন করেছি।

এ ছাড়াও মানববন্ধনে গাংনীর সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা অংশ গ্রহন করেন।

চুয়াডাঙ্গায় মানসিক

ভারসাম্যহীন দুই নারীকে

হাসপাতালে নিলো সাধারণ

শিক্ষার্থীরা

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে সাকিব বিশ্বাস নামে এক কলেজ শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত কাজে আসেন। এ সময় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গুরুতর জখম অবস্থায় এক প্রতিবন্ধী মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে পড়ে থাকতে দেখেন এই শিক্ষার্থী। কৌতুহলবশত ওই নারীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন তিনি। ওই নারী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বলে বুঝতে পারেন। পরে তার শরীরে গুরুতর জখম দেখতে পায়। সেই ক্ষতস্থানে পোকায় বাসা বেধেছে। এ সব দেখে ওই শিক্ষার্থী দ্রুত তার সহকর্মী ও সিনিয়রদের বিষয়টি অবগত করেন।

তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের সহযোগিতায় ওই নারীকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে রোগীটির চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মহিলা সার্জারী ওয়ার্ডে তার চিকিৎসা চলমান রয়েছে।

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাতের চিকিৎসার যাবতীয় মেডিসিন সহ অনান্য সামগ্রী কিনে দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে অধ্যায়নরত সাকিব বিশ্বাস বলেন, স্টেশনে আমরা একজন বৃদ্ধাকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তার কাছে যেয়ে দেখি ডান পায়ের এক অংশ ইনজুরি এবং ক্ষত সৃষ্টি করে পোকা বাসা বেধেছে। আমরা চুয়াডাঙ্গা সাধারণ শিক্ষার্থী মিলে সিধান্ত নিই তার চিকিৎসা সেবা দেওয়া প্রয়োজন যোগাযোগ করে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় এ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে আসি।

শিক্ষার্থী শাফফাতুল ইসলাম বলেন, ওই নারীর পরিচয় সনাক্ত করা যায়নি। তার চিকিৎসাসহ যাবতীয় সেবার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। পাশাপাশি তার পূর্ণবাসনের জন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

এ সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফাহিম উদ্দিন মভিন, মাহবুবুর ইসলাম আকাশ, মুশফিকুর রহমান, সাদ, রিয়াজুল বাসার, মাহিম বিল্লাহ ও আকাশ প্রমূখ।

নিজে সেরা ভার্সন হবেন যেভাবে

নিজের সেরাটাই সবাই দেখাতে চায়। নিজস্ব সত্তা আর ব্যক্তিত্বই আসলে সব। তবে অনেকের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে। তারা পড়েন বিপাকে। নিজের সেরাটা কিভাবে ইমেজ ডেভেলপমেন্টে কাজে লাগাবেন তা একবার দেখে নেওয়া জরুরি।

ইমেজ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কিছু কথা
ভাবমূর্তি উন্নয়ন এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একজন মানুষের ভেতর থেকে তার সেরাটুকু বের করে আনা হয়। অর্থাৎ ‘ইমেজ ডেভেলপমেন্ট’ প্রশিক্ষকের কাজ হলো একজন বা একদল মানুষের ভেতর থেকে তার সবচেয়ে ভালো বিষয়গুলো বের করে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া, তার ব্যক্তিগত বা পেশাজীবনকে সহজ বা সুন্দর করতে সাহায্য করা। কীভাবে একজন মানুষ অন্যদের সামনে নিজেকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে উপস্থাপন করবেন, কীভাবে তার ব্যক্তিত্বের গঠন সুন্দর হবে, কোন উপায়ে তিনি নিজের পেশা ও ব্যক্তিজীবনের

মধ্যে সমন্বয় করবেন, তার সবই শেখানো হয় এই প্রশিক্ষণে।

ভার্সন
এই বিষয়ে একজন মানুষের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় সবকিছু শেখানো হয়। নিজেকে আরও উন্নত করা, সুন্দরভাবে কথা বলা, দক্ষতার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করা, মানুষের সঙ্গে মেশা, ভালো প্রেজেন্টেশন দেওয়া, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চলা, যোগাযোগ দক্ষতা—সব শেখানো হয়। মোটকথা, ভাবমূর্তি উন্নয়ন আপনাকে আপনার সবচেয়ে ভালো সংস্করণটি হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

কেন জরুরি?
ইমেজ ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ নিলে একজন মানুষ তার চলাফেরা, কথাবার্তা, আচার-আচরণ—সবকিছু নিয়ে অনেক আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। প্রত্যেক মানুষ যেন নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী হন, পেশাজীবন অনুযায়ী নিজে গড়ে তুলতে পারেন, সহকর্মীদের সঙ্গে, পরিচিতদের সঙ্গে সঠিক আচরণ করতে পারেন, সেই আত্মবিশ্বাসই তাকে দেওয়া হয়।

শিশুদের জন্যও ব্যবস্থা আছে
শিশুদের জন্যও এখন এ ধরনের আলাদা কোর্স ব্যবস্থা আছে। মানুষের ভেতর-বাহির দুদিকের উন্নতির কথা মাথায় রেখেই তার ইমেজ ডেভেলপমেন্ট কোর্স সাজিয়েছেন যোগব্যায়ামের প্রশিক্ষক পদ্মশ্রী। যোগব্যায়াম, লাইফ গ্রুমিং, রাগ নিয়ন্ত্রণ, সময় ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব, কর্মক্ষেত্রে নীতিগত সততা, দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা, কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর সঙ্গে ব্যবহার, অনেক মানুষের মধ্যে কথা বলার ধরন ইত্যাদি শেখানো হয় এসব কোর্সে। এ ছাড়া শিশুদের জন্য বিশেষায়িত কোর্সটিতে শেখানো হয় শ্রেণিকক্ষের সাধারণ ভদ্রতা, খাবার টেবিলের আচরণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও মুঠোফোনে আসক্তি থেকে দূরে থাকার কৌশল, নীতিগত উন্নয়ন ইত্যাদি।

সূত্র: ইত্তেফাক

মুজিবনগরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

মুজিবনগরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মুজিবনগর উপজেলা শাখা এর উদ্যোগে ডেঙ্গু মশার বিস্তার রোধ,দুর দুরান্ত থেকে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা মানুষদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কে ময়লা আবর্জনা এবং রোগ জীবাণু মুক্ত করতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করেছ উপজেলা জামায়তের নেতাকর্মীরা।

নতুন সময়ে জনগণের পাশে থেকে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন সহ দেশ গঠনে নানা ভূমিকা পালন করে আসছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তারই অংশ হিসাবে সোমবার সকালে উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে নেতাকর্মীরা হাসপাতালে আশেপাশে নোংরা আবর্জনা ড্রেন এবং ঝড় জঙ্গল পরিষ্কার করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের আমীর মাও.খানজাহান আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি খাইরুল বাসার,উপজেলা তারবিয়াত সেক্রেটারি মাওঃ ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, উপজেলা শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের সভাপতি ফজলুল হক গাজি, শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের উপজেলা সেক্রেটারি মাও. আনোয়ার হোসেন, উপজেলা জামায়াতের বায়তুলমাল সেক্রেটারি আমির হোসেন, উপজেলা আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেনসহ ইউনিয়ন আমির, সেক্রেটারি সহ নেতা কর্মীরা।

ঝিনাইদহে ছাত্রদের তোপের মুখে

হাসপাতাল ছাড়লেন তত্ত্বাবধায়ক

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ সৈয়দ রেজাউল ইসলাম ১০ দিনের ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ছেড়েছেন। আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তোপের মুখে তিনি ঝিনাইদহ ছাড়তে বাধ্য হন।

তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ সৈয়দ রেজাউল ইসলামের বিরুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তিকে মদদ দেওয়া, হাসপাতালের খাবার ও কেনাকাটায় দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও টেন্ডারবাজীর অভিযোগ ছিল দীর্ঘদিনের। এ সব অভিযোগের প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ সৈয়দ রেজাউল ইসলামকে একাধিকবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মীরা সতর্ক করেন। রোববার হাসপাতাল এলাকায় সাইকেল স্ট্যান্ডের ইজারা বাবদ এক নারী ঠিকাদারের কাছ থেকে এক লাখ ১০ হাজার টাকা ঘুষ গ্রহন করেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ সৈয়দ রেজাউল ইসলাম এর আগের কর্মস্থলে দুর্নীতির দায়ে বদলী হন। ঝিনাইদহে যোগদানের পর থেকে তিনি ওষুধ কেনাকাটা, খাবারের টেন্ডার, হাসপাতালের মেরামত ও নির্মানে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহন করেন। তিনি আরো জানান, ১৫ বছর ধরে আওয়ামী ফ্যাসিবাদী শক্তি হাসপাতালের রোগীদের খাবার টেন্ডারের মাধ্যমে সরবরাহ করছে। এবছরও তাকেই কারসাজি করে টেন্ডার দেন। এছাড়া হাসপাতালের বিভিন্ন খাত থেকে তিনি মাসিক ঘুষ গ্রহন করতেন বলেও অভিযোগ। এ সব বিষয়ে অভিযোগের প্রেক্ষিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তোপের মুখে তিনি ঝিনাইদহ ছাড়তে বাধ্য হন।

তবে তার অনুপস্থিতিতে শিশু বিশেণজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আনোয়ারুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করবেন বলে খুলনা বিভাগীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দপ্তর সুত্রে জানা গেছে।

দর্শনায় বিভিন্ন থানার ক্লিনিক মালিক সমিতির কমিটি গঠন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা শাপলা পার্ক এ্যাণ্ড পিকনিক কর্ণারে গতকাল সোমবার বিকাল ৫টায় দর্শনা, দামুড়হুদা ও জীবননগর থানা ক্লিনিক মালিক সমিতির কমিটি গঠন করা হয়েছে। জালাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে আলোচনা শেষে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে এসব কমিটি গঠণ করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা ড্যাপের সভাপতি ডাক্তার হাসানুজ্জামান নুপুর।

দর্শনা থানা ক্লিনিক মালিক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মো. জালাল উদ্দিন, সহসভাপতি ইমতিয়াজ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক এনামুল কবির, সহসাধারণ সম্পাদক সোহেল ও সাংগাঠনিক সম্পাদক আলো।

জীবননগরে সভাপতি আ.মান্নান সভাপতি, সহ-সভাপতি শরিফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জাকির আহম্মেদ, সহসাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সাংগাঠনিক সম্পাদক সুজা উদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক শরিফুল ইসলাম ও কোষাধক্য হুমায়ুন কবির।

দামুড়হুদায় সভাপতি আ. খালেক, সহ-সভাপতি জহির উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মামুন আর রশিদ শান্ত, সহসাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন, সাংগাঠনিক সম্পাদক আবুল কাশেম ও কোষাধক্য তাজদ্দিন বিশ্বাস।

ধুকে ধুকে চলছে ঝিনাইদহের ২৫ শয্যার শিশু হাসপাতাল!

নির্মাণের ১৪ বছর পর চালু করা হলেও ধুকে ধুকে চলছে দেশের একমাত্র ঝিনাইদহ ২৫ শয্যা বিশিষ্ট শিশু হাসপাতাল। চালুর শুরুতেই নেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য কোন ল্যাব, সংকট রয়েছে ঔষধ সরবরাহসহ জনবলের। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে ঝিনাইদহসহ আশপাশের জেলার শত শত মানুষের।

বিগত ২০০৫ সালের ৭ মে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের বাস টার্মিনাল এলাকায় ২৫ শয্যা বিশিষ্ট শিশু হাসপাতালটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। রাজনৈতিক বেড়াজালে আটকে বছরের পর পর বন্ধ থাকে হাসপাতালটি। নানা চড়ায় উতরায় পেরিয়ে ২০২১ সালের ৯ জানুয়ারি সীমিত পরিসরে চালু করা হয় হাসপাতালটি।

রোগী ও স্বজনরা জানায়, দীর্ঘদিন পর চালু হলেও নানা সংকট রয়েছে হাসপাতালটিতে। জনবল সংকটের পাশাপাশি রয়েছে ঔষধ সরবরাহের ঘাটতি। দেশের একমাত্র সরকারি শিশু হাসপাতাল হওয়া স্বত্বেও নেই পরীক্ষা- নিরীক্ষার জন্য কোন ল্যাব। যে কারণে হাসপাতালে ভর্তি থাকার পরও বাড়তি টাকা খরচ করে প্রাইভেট হাসপাতাল বা ক্লিনিক থেকে পরীক্ষা করতে হচ্ছে তাদের। এতে ভোগান্তির পাশাপাশি খরচ হচ্ছে বাড়তি টাকা। তাই দ্রুত হাসপাতালটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ল্যাব চালু করার দাবী রোগীর স্বজন ও এলাকাবাসীর।

এক শিশু রোগীর পিতা রাজু আহমেদ জানায়, আমার ছেলের হঠাৎ জ্বর, ঠান্ডা ও কাশি আসলে আমার ছেলেকে শিশু হাসপাতালে নিয়ে আসি। এখানে এসে দেখি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নেই কোন ল্যাব। তাই বাড়তি টাকা খরচ করে প্রাইভেট ক্লিনিক থেকে পরীক্ষা করাতে হয়েছে। এতে ভোগান্তির পাশাপাশি বাড়তি টাকা খরচ হয়েছে। যদি হাসপাতালে ল্যাব চালু থাকতো তা হলে ভোগান্তির পাশাপাশি বাড়তি খরচ হতো না।

রোগীর স্বজন আকলীমা বেগম জানান, আমার বোনের মেয়ে হঠাৎ অ-সুস্থ হলে শিশু হাসপাতালে আনলে দেখি এখানে অনেক রোগীর ভিড়। টিকিট কেটে বোনের মেয়েকে ডাঃ দেখালে ডাক্তার কিছু টেস্ট দেয়। কিন্তু হাসপাতালে কোন টেস্টের ব্যবস্থা না থাকায় প্রাইভেট ক্লিনিক থেকে পরীক্ষা করাতে হয়েছে। এরি ফলে বাড়তি টাকা গুনতে হয়েছে। তাই আমি সরকারের কাছে দ্রুত হাসপাতালটিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ল্যাব চালু করার দাবী জানায়।

ঝিনাইদহ ২৫ শয্যা শিশু হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট (শিশু) ডাঃ আলী হাসান ফরিদ জানান, সরকারি বরাদ্দ কম থাকার কারণে স্থানীয় সহযোগিতায় চলছিলো অন্যান্যা কাজ। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে তা নিয়েও চিন্তিত।

ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ শুভ্রা রানী দেবনাথ বলেন, হাসপাতালে ল্যাব চালুসহ সংকট সমাধানের চেস্টা করছি। আশা করছি দ্রুতই এই সমস্যার সমাধান হবে।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য মতে, ২৫ শয্যার শিশু হাসপাতালে বর্তমানে বর্হিবিভাগে প্রতিদিন বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা থেকে আসা আড়াই’শ থেকে তিন’শ ও আন্ত:বিভাগে ৬০ থেকে ৭০ জন শিশু চিকিৎসা নিচ্ছে।
দ্রুত এসব সংকট সমাধান করে হাসপাতালটি পুরোদমে চালু করার দাবী স্থানীয়দের।

ভূয়া নার্স বাতিলসহ ১১ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভুয়া নার্সদের নিয়োগ বাতিলসহ ১১ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) সকালে শহরের হামদহ এলাকায় সচেতন নার্স ও মিডওয়াইফ সমাজের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালিত হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত নার্সরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, বেসরকারি ক্লিনিকে ভুয়া নার্সের কারণে ভুল চিকিৎসায় অনেকে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। যে কারণে নার্সদের সম্মান নষ্ট হচ্ছে। তাই দ্রুত এসব ভুয়া নার্স অপসারণ, নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে ছেলে ১০% ও মেয়ে ৯০% কোটা বৈষম্য বাতিলসহ ১১ দফা দাবী বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।